# INTERNATIONAL WOMEN'S DAY
## 8 March 1995

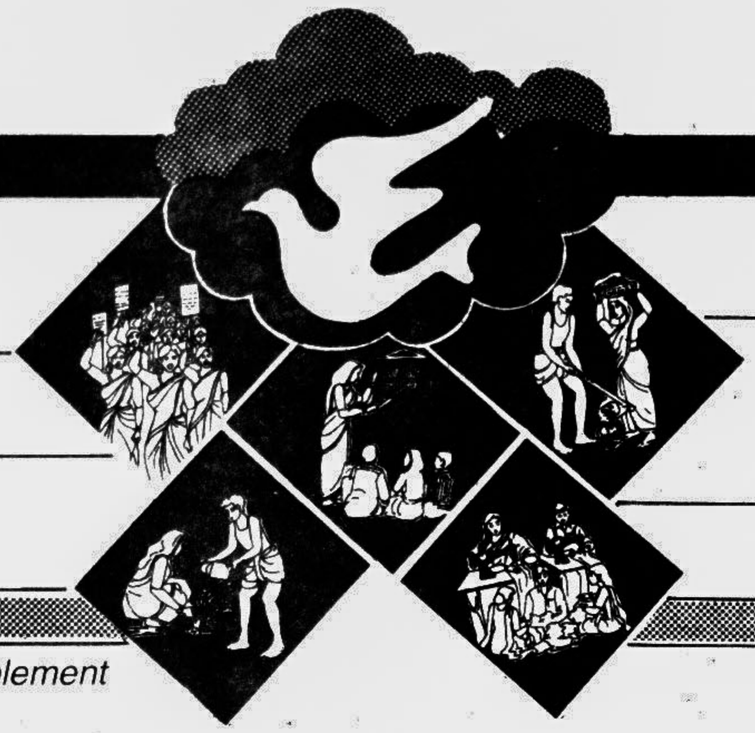

## EQUALITY DEVELOPMENT PEACE

MINISTRY OF WOMEN AND CHILDREN AFFAIRS

DEPARTMENT OF WOMEN'S AFFAIRS

The Daily Star

Special Supplement

Design & Planning : PROMOTERS ADVERTISING

### বাণী

আটই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এই দিবসটি যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমাদের দেশে নারী সমাজের অধিকাংশই এখনো শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। ফলে তারা তাদের মৌলিক ও প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে অধিকাংশই সচেতন নয়। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থান সন্তোষজনক অবস্থায় না থাকার কারণে তারা অর্থকরী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়ে নিজেকে এখনও স্বাবলম্বী করে তুলতে পারছে না। দেশের নারী সমাজের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক সমন্বরতা অর্জনে আমাদের অবশ্যই বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, নারী সমাজের অগ্রগতির সাথে জাতীয় অগ্রগতির বিষয়টি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

বর্তমান সরকার নারী সমাজের পশ্চাদপদতা নিরসনে দেশে নারী শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক কর্মসূচী চালু করেছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী এলাকায় মেয়েদের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা এবং বৃত্তি চালু করে নারী শিক্ষা বিস্তারে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে নারী শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচীর পাশাপাশি দুঃস্থ মহিলাদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ঋণদান কর্মসূচী ব্যাপকভাবে চালু করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। অত্যন্ত আশার কথা, আমাদের মহিলাদের অনেকেই এখন পেশাগত জীবনের বিভিন্ন স্তরে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের সকলের অঙ্গীকার হোক, জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজকে মর্যাদার সাথে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারলে এই দিবস পালন সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমি দেশের নারী সমাজ এবং বিশ্বের নারী সমাজের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করি।

**আবদুর রহমান বিশ্বাস**
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

## INTERNATIONAL WOMEN'S DAY, 8 MARCH, 1995
# WOMEN AND DEVELOPMENT IN BANGLADESH

**Sirajuddin Ahmed**
Joint Secretary
Ministry of Women and Children Affairs

The United Nations declared 8th March as International Women's Day in 1984 to mark the long history of struggle of women for their rights. On this day in 1857, the women workers of a needle producing factory in New York, America, raised their voice against the inhuman and dangerous environment, unequal wage and 12 hour working day of the factory. They became united against police action and formed a Union on the 8th March, 1860. In the Second International Women's Conference held in Copenhagen, Denmark on 8th March, 1910, Clara Jetkin, a women leader of Germany gave a clarion-call to the world community to observe the 8th March as International Women's Day every year.

The UN designated the day in the yearly calendar as International Women's Day for reviewing and appraising the implementation of women's rights. The contribution of the United Nations for the development of women in every sphere of their lives in remarkable. In 1972, the General Assembly proclaimed 1975 as International Women's year to be devoted to promote equality between men and women. The First World Conference on Women was held in Mexico City from 16 June to 2 July, 1975, which proclaimed 1976-1985 as the UN Decade for Women. The Second World Conference on Women was held on 24-29 July, 1980, in Copenhagen, Denmark. The Third World Conference on Women was held on 15-26 July, 1985, in Nairobi, Kenya which adopted the Nairobi Forward - Looking Strategies for the Advancement of Women-Equality, Development and Peace. The Fourth World Conference on Women will be held in Beijing China, from 30th August to 15th Septem-ber, 1995 and will adopt a platform of action for the Third UN Decade 1995-2005.

On this International Women's Day, Bangladesh will review the progress so far made in Women in Development and will take further actions for advancement of Women.

Women constitute 48.5 percent of the total population of Bangladesh. According to the Census Report of 1991 the population of the country was 111.4 million the ratio of male to female being 106:100. The number of women were less by 3 million than men. Majority of them are poor, illiterate and under-previledged. The material and child mortality rates are very high. Their life expectancy is less than that of men. They have limited access to economic activities.

During the liberation war of Bangladesh in 1971, women were the worst victims. After independence the primary concern of the government was the rehabilitation of the war affected women and children. The Constitution of 1972 gurantees equal rights for men and women. Legal reforms have been made to improve their status. In 1976, the government created Bangladesh National Women Organization, [Bangladesh Jatiya Mahila Sangstha (BJMS)] and Women Affairs Division in the President's Secretariat, for the development of women. The Ministry of Women was created in 1978 with the responsibility of making policies and planning for the advancement of women in Bangladesh. The Ministry was redesignated as Ministry of Women and Children Affairs in 1994. In 1984, the Department of Women's Affairs was established for implementing the programmes and projects of the Ministry of Women Affairs.

During the last two decades women's involvement in political process has achieved a spectacular rise in Bangladesh. Women are increasingly participating in politics and at present they are at the top of leadership role. Both the leaders of the parliament and the opposition are women. Female participation in national level elections in recent years has been remarkable. The reserved seats for women in the parliament was 15 in 1973 and it was raised to 30 in 1979. They occupy 10.6 percent of the total membership in the parliament at present. In order to secure a minimum representation of women members in the Union Parishad, Municipalities and City Corporation both direct and indirect election is followed. Number of reserved seats for women in the City Corporation is 20 percent and three seats of members in the Union parishad and Municipality are kept reserved for women.

In order to increase the participation of women in Public administration, the government introduced a quota system for women. Under the arrangement, 10 percent gazetted and 15 percent non-gazetted posts in the government offices and equivalent posts in the autonomous bodies are reserved for women. In 1987, women constituted 4 percent gazetted

See page 2

### বাণী

বিশ্বের নারী সমাজের আইনানুগ অধিকার আদায়ের অঙ্গীকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রতি বছর ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। নারী সমাজের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৮৫৭ সাল থেকে জোরালো নারী আন্দোলন অব্যাহত আছে। এই আন্দোলনে বাংলাদেশের নারী সমাজেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ঐ আন্দোলনে যে সকল সংগ্রামী মহিলা সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাদেরকে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

অব্যাহত নারী আন্দোলনের পরেও আমাদের নারী সমাজ আজও পশ্চাদপদ রয়ে গেছে। এর কারণ নারী সমাজের উপযুক্ত শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব। তবে বাংলাদেশে নারী সমাজ তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এখন ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠছে। দেশের সংবিধানে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকারী চাকুরীতে নারীর প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। চাকুরীর বেতন-ভাতা ও আনুষাঙ্গিক সুবিধা প্রদানে নারী পুরুষে কোন বৈষম্য নেই। বর্তমান সরকার কর্তৃক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লাভ করতে শুরু করেছে। দুঃস্থ মহিলাদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন ও স্বকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া হচ্ছে। সর্বোপরি, মহিলা সমাজের কল্যাণে মহিলা বিষয়ক পৃথক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

দেশে দেশে নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে। আমাদের দেশেও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ এখন পুরুষের সমান তালে এগিয়ে চলেছে। ভোটাধিকার প্রয়োগে নারী সমাজের ভূমিকা বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিবেশে আরো সংহত ও নিশ্চিত হয়েছে। উন্নয়নের বর্তমান গতিকে আরো বেগবান করে তুলতে আমরা উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নারী সমাজকে আরো সচেতন করে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে আসুন আমরা নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে নারী সমাজকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করি। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন সফল হোক—এই কামনা করি।

**খালেদা জিয়া**
প্রধান মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

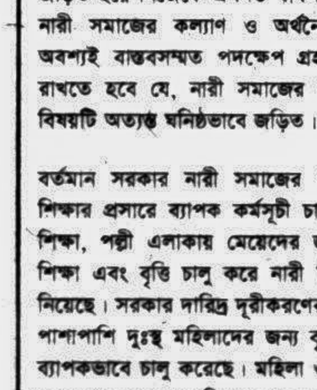

### বাণী

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। জাতিসংঘ ঘোষিত এই দিবস সারা বিশ্বের নারী সমাজের জন্য অত্যধিক তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতই বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে প্রতি বছর দিবসটি পালিত হয়ে থাকে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই দিবস উপলক্ষে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

আজ থেকে ১৩৮ বছর আগে নিউইয়র্কের নারী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই দিবসের সূচনা হয়েছিল। কালের এ দীর্ঘ পরিক্রমার পরে আজও সারা বিশ্বের নারী সমাজ তাঁদের মর্যাদা লাভের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সমাজে পুরুষের সাথে নারীর সমতা, শান্তি ও উন্নয়নের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত অধিকার আদায়। এই অধিকার আদায়ের জন্য আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির আলোকে যুগোপযোগী কর্ম-কৌশল ও সুষ্ঠ সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও আইনগত অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি সহ অন্যান্য বেশ কিছু কর্মসূচী ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে এবং ব্যাপকতর কর্মসূচীর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা সমূহও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

আমরা আশা করছি, বাংলাদেশের নারী সমাজ এই সকল কর্মসূচীর সুফল অচিরেই ভোগ করবে। এতদসত্বে-ও দেশের জনসংখ্যার বিস্ফোরন এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনায় রেখে নারী সমাজ, তথা নারী-পুরুষ সকলকে সরকারী-বেসরকারী, জাতীয়-স্থানীয় সকল পর্যায়ে আরো সু-পরিকল্পিত ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রেরণা বাংলাদেশের নারী সমাজকে আরো সচেতন, সু-সংগঠিত, দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং কর্মবিশ্বাসী করে তুলুক—এই আমার কামনা।

**মোঃ মতিউর রহমান**
ভারপ্রাপ্ত সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

### বাণী

প্রতি বছর আটই মার্চ নারীসমাজের অধিকার আদায়ের অংগীকার গ্রহণের মধ্যদিয়ে দেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়।

এই বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছর সেপ্টেম্বরে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশ্ব নারী সম্মেলন। এই নারী সম্মেলনকে সামনে রেখে এবারের বিশ্ব নারী দিবস ১৯৮৫ সালে গৃহীত মহিলাদের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি সম্পর্কিত নাইরোবী অগ্রযাত্রা কৌশলের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার আরো একটি সুযোগ করে দিচ্ছে।

নাইরোবী কৌশলের আলোকে আমাদের সরকার নারীসমাজের জন্য আর্থ-সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক মৌলিক সুবিধাগুলো পূরনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমরা নারী সমাজের জন্য এ পর্যন্ত বেশ কিছু বাস্তবসম্মত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। দুঃস্থ মহিলাদের জন্য স্বকর্মসংস্থান, এর জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণদান, নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য শহর এলাকার বাইরে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু, শিক্ষা বৃত্তিসহ গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উন্নয়নের প্রায় সব ক্ষেত্রেই মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে উন্নয়নে নারী সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্টস নির্ধারণ করা হয়েছে।

দেশে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নির্যাতিতা মহিলারা ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছে। সরকারও সম্ভাব্য সব ধরণের প্রসাশনিক, আইন ও বিচার কার্যের সুবিধা সম্প্রসারণ করেছে। এ সংক্রান্ত একটি উচ্চ পর্যায়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটিও কাজ করছে।

আমাদের বিশ্বাস সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের বিপুল নারীসমাজ তাদের মৌলিক অধিকারগুলো অর্জন করতে সক্ষম হবে। আজকের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করার অংগীকার গ্রহণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছি।

আমি দেশের নারীসমাজের মংগল ও কল্যাণ কামনা করি।

**সারওয়ারী রহমান**
প্রতি মন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Courtesy
Bata
INTERNATIONAL
SERVING THE WORLD SINCE 1894